যুগান্তর

তারিখ 6 NOV 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল হচ্ছে

মুশতাক আহমদ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিশ্চিত ও শিক্ষা দুর্নীতি বন্ধে অবশেষে সরকার একটি 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' গঠন করছে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে একটি প্রবিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রভাববলয়মুক্ত করে ওই সংস্থাটি প্রণীত হচ্ছে। এর গঠন কাঠামো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করা হলেও স্বনির্ধারিত মূল্যায়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের ইচ্ছা অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে। জানা গেছে, প্রস্তাবিত সংস্থাটির নাম হবে 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ' (এপিপিইউবি)। সংস্থাটি গঠনের চূড়ান্ত কাজ কাল সম্পন্ন হবে। এ লক্ষ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের সভা ডাকা হয়েছে।

কাউন্সিল : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

কাউন্সিল : শিক্ষার মান নিশ্চিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং সভায় সভাপতিত্ব করবেন। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানিয়েছেন, উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত ও রেটিংয়ের জন্য এই সংস্থাটি করা হচ্ছে। এটি কেবল দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য হবে। তিনি বলেন, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নে নিজেরাই আগ্রহী হবে। এর বাইরে রেটিং প্রকাশিত হলে শিক্ষার্থীরাও নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, সে কোথায় ভর্তি হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশের সঙ্গে উন্নত বিশ্বে বহু আগেই এ ধরনের কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশেও ২০০৩ সালের দিকে সর্বপ্রথম অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের বিরোধিতার কারণে তা আর গঠিত হয়নি। এরই মধ্যে ২০০৮ সালের ৭ জুলাই তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের দফতর থেকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার তাগিদ দেয়া হয়। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিলেও 'নতুন আইনের অধীনে করা হবে' এই ধুয়া তুলে সাড়ে ৩ বছরেরও বেশি সময় কাটিয়ে দেয়া হয়। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এরপর ২০১০ সালের ১৮ জুলাই সংসদে নতুন বেসরকারি আইন পাস হওয়ার পর ফের এই কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই আইনের ৩৮ ধারা অনুযায়ী সরকার এবার একটি জাতীয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর আগে ২৩ এপ্রিল ওই সংস্থা গঠনের লক্ষ্যে সর্বশেষ সভাটি হয়েছিল। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এই সংস্থাটি গঠনের শুরু থেকেই প্রতিটি পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। সরাসরি বিরোধিতা করতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মালিক পক্ষ 'পাবলিক-প্রাইভেট' নির্বিশেষে সবার জন্যই এই অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের জন্য দাবি তোলে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সংস্থাটি গঠনের লক্ষ্যে সরকার মোট ১৯টি মন্ত্রণালয়/সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/ সংগঠন/ এমনকি ব্যক্তিপর্যায়ে মতামত চায়। এদের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক পক্ষের সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ'র (এপিইউবি) পক্ষ থেকে এর মহাসচিব অলিউল্লাহ মিয়ান এবং ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির মালিক ও তার গঠিত 'এডুকেশন কোয়ালিটি এনশিওরেন্স ফাউন্ডেশন'র চেয়ারম্যান আবুল কাশেম হায়দার পাবলিক-প্রাইভেট উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের দাবি তোলেন। এখানেই শেষ নয়, হাস্যকর অনেক দাবিও তোলা হয়েছিল তাদের পক্ষ থেকে। এর মধ্যে রয়েছে, প্রস্তাবিত কাউন্সিলে সদস্য হওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা থাকতে পারবে না। বাধ্যতামূলক করতে হলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কেও করতে হবে। এছাড়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চেয়ারম্যান নিয়োগের পরিবর্তে বেসরকারি বডি (সংস্থা) কর্তৃক প্যানেল করা, ৯(২) ধারা বাতিল, কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার ফি নেয়া যাবে না এবং সরকারি অর্থে এই সংস্থা গঠনের সুপারিশ করেছেন তারা। ৯(২) ধারায় অনার্স কোর্স চালুর ৫ বছর আর মাস্টার্স কোর্স চালুর ৩ বছরের মধ্যে কাউন্সিলের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক; অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, কিছু মালিক উচ্চশিক্ষার নামে আসলে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ চান। যে কারণে তারা এই কাউন্সিল গঠন যাতে না হয়, সে জন্য নানা ধরনের কথা বলছেন। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এই দুটি সংগঠনের বাইরে বাকিরা ইতিবাচক মতামত দেয়। এর মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাদের মতামতে জানিয়েছে, খসড়াটি বিধিমালা আকারে প্রস্তুত করা দরকার। এর সুস্পষ্ট নামকরণ এবং আইনি দিক দেখারও পরামর্শ দেয়। অর্থ বিভাগ বিধিমালার ব্যাপারে অনাপত্তি জানিয়ে বলেছে, সরকারি সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় তারা অর্থ বরাদ্দ দেবে। ব্যক্তি পর্যায়ে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন মতামত দিয়েছেন। বলেছেন, ২০১০ সালের নতুন আইনের ৭, ৯ ও ১০ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা দরকার (ধারা তিনটিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক ও স্থায়ী সনদ লাভের কথা বলা হয়েছে)। তিনি এতে একটি স্বমূল্যায়নের রূপরেখাও প্রস্তাব করেছিলেন।

জানা গেছে, ২৩ এপ্রিলের সভায় এসব বিষয় উত্থাপন শেষে প্রস্তাবিত খসড়া বিধিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কিছু সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনার ব্যাপারে আলোচনা হয়। এছাড়া পরবর্তী সভায় আরও বিস্তারিত পর্যালোচনা করে বিধিমালা চূড়ান্ত করা হবে বলেও জানানো হয়। এরই ভিত্তিতে আরেকটি খসড়া বিধিমালা তৈরি হয়েছে। এতে ইন্সটিটিউট, প্রোগ্রাম ও ডিগ্রিসহ মোট তিনটি দিকের মূল্যায়নের ব্যবস্থার প্রস্তাব রয়েছে। এর মধ্যে একাডেমিক প্রোগ্রাম স্বমূল্যায়িত হবে। মূল্যায়নের জন্য এপিপিইউবি প্রশ্নমালা সরবরাহ করবে। সাংগঠনিক কাঠামো সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী কমিটি, প্রোগ্রাম কমিটি ও পিয়ার রিভিউ টিম কমিটি থাকবে। সাধারণ পরিষদ হবে ২১ সদস্যের। চেয়ারম্যান হবেন সংস্থার প্রধান। মোট ৫টি গ্রুপ থেকে এসব সদস্য মনোনীত হবেন। এর মধ্যে প্রথম গ্রুপে ইউজিসির মনোনীত ৩ জন, দ্বিতীয় গ্রুপে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ৩ জন শিক্ষাবিদ, সরকার মনোনীত কমপক্ষে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ২ জন, তৃতীয় গ্রুপে বেসরকারি সেক্টর থেকে ৩ জন, চতুর্থ গ্রুপে পেশাদার, রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ী থেকে ৫ জন এবং পঞ্চম গ্রুপে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে ৩ জন সদস্য রাখার কথা বলা হয়েছে। এতে সাধারণ পরিষদ ও এর সদস্যদের কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নির্বাহী কমিটি হবে সাধারণ পরিষদ থেকে বাছাইকৃত সদস্যদের নিয়ে। এপিপিইউবি গঠনের ৩ বছরের মধ্যে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে এর সদস্য হতে হবে। এর জন্য সদস্য ফি দিতে হবে। আর এপিপিইউবির তহবিল গঠিত হবে সরকারি বরাদ্দ, সদস্য ফি আর অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য লব্ধ আয় থেকে। প্রস্তাবিত খসড়াটি মোট ৭ পৃষ্ঠার। এতে ১২টি ধারাসহ বিভিন্ন উপধারা রয়েছে। এই খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ইউজিসির সদস্যরা ফিলিপাইন, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে অভিজ্ঞতা নিয়েছেন বলে জানা গেছে। এতে রেটিং শেষে ফলাফল জনসম্মুখে প্রকাশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে জনগণ উপকৃত হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রেটিংয়ে শীর্ষ পর্যায়ে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে মনোপলি বা গলাকাটা ফি আদায় করতে না পারে, সে লক্ষ্যে ফি কাঠামোতে নির্দেশনা থাকা দরকার। কিন্তু প্রস্তাবিত খসড়ায় তা নেই।